আলমডাঙ্গায় ৯ চোরাই মোটরসাইকেলসহ গ্রেপ্তার ৬

৯টি চোরাই মোটরসাইকেলসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৬ টা থেকে দিবাগত রাত ২ টার মধ্যে উপজেলার শ্রীরামপুর, হাউসপুর, উদয়পুর, কুমারী ও পার্শ্ববর্তী মিরপুর থানার বাঁশবাড়িয়া এলাকায় অভিযান করে থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আসামীদের নিজ বাড়ি থেকে ৯টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আজ সোমবার বেলা ১২টার দিকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন- উপজেলার হাউসপুর গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে রাসেল (৩২), মারজুল রহমানের ছেলে সোহেল (২৬),নুরুল ইসামের ছেলে আব্বাস উদ্দীন (৩২),উদয়পুর গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে জাহিদুল ইসলাম (৩৭),কুমারি গাংপাড়ার আঃ মজিদের ছেলে মারুফ হোসেন (২৩), পার্শ্ববর্তী মিরপুর থানার বাঁশবাড়িয়া কুরশা গ্রামের মৃত মসলেম মন্ডলের ছেলে জমির আলী (৩৫)।

উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাদিউজ্জামান বলেন, গোপন সংবাদে ভিত্তিতে রবিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে পৌর এলাকার পশুহাট সংলগ্ন থেকে ৩টি চোরাই মোটরসাইকেলসহ দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী রাতে শ্রীরামপুর পূর্বপাড়ায় অভিযান চালিয়ে আব্বাস আলীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার ঘর থেকে উদ্ধার করা হয় চোরাই ৩টি মোটরসাইকেল। গ্রেপ্তারকৃত আসামী আব্বাসের তথ্যে মিরপুর থানাধীন বাঁশবাড়িয়া, উদয়পুর অভিযান চালিয়ে আরো ৩টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। আটক করা হয় চুরির সাথে জড়িত দু’জন আসামীকে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা সংঘবদ্ধ মোটরসাইকেল চোর চক্রের সদস্য। এ সিন্ডিকেটে আলমডাঙ্গাসহ পার্শ্ববর্তী জেলা মিরপুর থানার অনেকে জড়িত। অভিযানে অনেকের নাম উঠে আসছে। তাদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালানো হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

বেকারিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ময়দা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পণ্য উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ছাড়া পণ্য সংরক্ষণের দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভা এলাকায় তদারকি অভিযানে মেসার্স রনি ফুড’স বেকারির ফ্যাক্টরিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মেয়াদ উত্তীর্ণ ময়দা সংরক্ষণ ও উৎপাদিত পণ্যে মূল্য তালিকা না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ব্যত্যয় করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় প্রতিষ্ঠানের মালিক মনিরুজ্জামানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া পৌরসভার আনন্দধাম এলাকার ফাতেমা স্টোরে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ছাড়া পণ্য সংরক্ষণের জন্য ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘনের দায়ে প্রতিষ্ঠানের মালিক আব্দুর রহমানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এসময় একই সঙ্গে পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মনিটরিং করে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলার সংস্থাটির সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

আলমডাঙ্গার পাইকপাড়ায় গাঁজাসহ আটক ১

আলমডাঙ্গার ঘোলদাড়ি পাইকপাড়ায় ২’শ গ্রাম গাঁজাসহ এক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৪ টায় ডালিম শাহ মোড় থেকে তাকে আটক করে। তার শরীর তল্লাশী করে ২’শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জোরগাছা শান্তিপাড়ার মৃত মঙ্গল উদ্দিনের ছেলে খবির উদ্দিন (৩০)। সে দীর্ঘদিন ভ্রাম্যমাণ গাঁজা বিক্রয় করে আসছিলো। আজ সোমবার বিকেলে পাইকপাড়া গ্রামে গাঁজা বিক্রয় করতে আসে খবির উদ্দিন। ঘোলদাড়ি ফাঁড়িপুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় ডালিম শাহ মোড়ে তাকে আটক করে। পরবর্তীতে তার শরীর তল্লাশী করে ২’শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। এঘটনায় পুলিশ বাদি হযে খবির উদ্দিনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন।

দামুড়হুদায় ১২০ বোতল ফেন্সডিলসহ ঝাঝাডাঙ্গার জুয়েল রানা আটক

দামুড়হুদায় ১২০ বোতল ফেন্সডিল সহ একজনকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে মুক্তারপুর মোল্লা বাজার থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত হলেন দামুড়হুদা উপজেলার ঝাজাডাঙ্গা গ্রামের মোঃ মাহাবুবুর রহমান এর ছেলে মোঃ জুয়েল রানা (২৮)।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি

সাইফুল ইসলাম এর দিক নির্দেশনায় আজ বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে এসআই মোঃ তোবারক আলী এবং এসআই মোঃ মিজানুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা থানাধীন মুক্তারপুর গ্রামস্থ মোল্লা বাজার সংলগ্ন জনৈক দাউদ মোল্লা, পিতা- মৃত আহাদ মোল্লার বাড়ীর সামনে কার্পাসডাঙ্গা টু দামুড়হুদা গামী পাকা রাস্তার উপর থেকে জুয়েল রানার নিকট হইতে সাক্ষীদের সম্মূখে ১২০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার ও একটি পালসার হোন্ডা, একটা বাটন ফোন মোবাইল জব্দ করা হয়। আটককৃতের নামে মামলা রজু করা হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (অপারেশন) ওসি সফিউল আলম বলেন ফেন্সিডিল সহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দামুড়হুদায় আইন-শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় আইন-শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । আজ সকাল ১০টায় উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার সভাপতিত্বে সভায় অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (অপেরশন) শফিউল আলম, দর্শনা থানার ওসি (অপেরশন) নিরব, দর্শনা বিজিবি কমান্ডার জহির উদ্দিন,মুন্সিপুর বিজিবি বিওপি কমান্ডার শহিদুল ইসলাম, ঠাকুরপুর বিওপি কমান্ডার আবুল হোসেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল করিম বিশ্বাস, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ কামাল উদ্দীন,আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা রাফেজা খাতুন, মহিলা অধিদপ্তরের

কর্মকর্তা হোসনে জাহান,দর্শনা সরকারি কলেজের প্রফেসর সজিব আহমেদ, উজিরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষিকা শামসুন নাহার, জয়রামপুর বটতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম, উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, যুগ্ন সম্পাদক হাতেম আলী, শিমুল রেজা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মশিউর রহমান।

সভায় বক্তারা বলেন আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনের পাশাপাশি সরকারি খাস জমি অবৈধ দখল-উচ্ছেদ,মাদক-জুয়া,চুরি-ডাকাতি, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী-নির্যাতন, ইভটিজিং ও ফেইক আইডি‘র বিষয়সহ আইনশৃংখলা বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এসময় সভাপতি বলেন, বর্তমান সরকার দেশের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বদ্ধ পরিকর। তাই অপরাধ প্রবণতা বন্ধে ও আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নের পাশাপাশি সকল নাগরিককে ভূমিকা রাখতে হবে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সে জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে সোমাবার সকাল দশটার সময় জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুনের সভাপতিত্বে মে/২০২৩ মাসের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার উক্ত কল্যাণ সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অফিসারদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। পূর্ববর্তী কল্যাণ সভায় উপস্থাপিত বিষয়ে সমাধান সহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে থানা/ক্যাম্প/ফাঁড়িতে দাপ্তরিক ব্যবহার্য জিনিস-পত্রাদি প্রদান করেন। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশে কর্মরত সকল অফিসার ফোর্সদের মধ্য হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করায় এবং দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় পুলিশ সুপার মহোদয়

ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ৪১ জন বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ-নন পুলিশ সদস্যদের ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন।
উক্ত কল্যাণ সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. হুমায়রা আক্তার,, সহকারি পুলিশ সুপার (শিক্ষানবিশ)এইচ.এম গোলাম রাব্বি, ডিআইও-১, জেলা বিশেষ শাখা, সকল অফিসার ইনচার্জগন, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, আরওআই, টিআই (প্রশাসন), ফাঁড়ী/ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার-ফোর্সগণ।

কার্পাসডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল সহ গ্রেফতার ১

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে পুলিশ সুপার আব্দুলাহ আল মামুনের সার্বিক দিকনির্দেশনায় দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এস আই (নি:) ইমরান হোসেন ও এ এস আই মোসলেম উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কার্পাসডাঙ্গা সুবলপুর সড়কে অভিযান চালায়।

অভিযান চলাকালে কাঞ্চনতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তার উপর হতে ২১ বোতল ফেনসিডিল সহ আজ রবিবার সন্ধা ৭:৩০ মিনিটে ইব্রাহিম খলিল (৩২) পিতা জামাল উদ্দিন ‘কে’ আটক করে পুলিশ।

আজ আসামিকে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোপর্দ করে মডেল থানায় একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

জীবননগর ভ্রাম্যমান আদালতে ৫জনকে জরিমানা

জীবননগর পৌর শহরে ভ্রাম্যমান আদাল অভিযান চালিয়ে ৫জনকে জরিমানা প্রদান করা হয়েছে।

আজ রবিবার বিকালে জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র জীবননগর পৌর শহরে তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের উপর অভিযান পরিচালনা করেন ।

অভিযানে প্রকাশ্যে ধূমপানের দায়ে ০৫ জনকে ২৫০টাকা জরিমানা করা হয়।

জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র বলেন,ধূমপান স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর একজন ব্যাক্তি যদি প্রকাশ্যে ধূমপান করেন তা হলে তার আমপাশের লোকজনের নানা ধরনের রোগ ব্যাধী হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে এ জন্য প্রকাশ্যে কেউ ধূমপান করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদার মুন্সিপুর মাঠে বিজিবির অভিযানে ১১ কেজি রুপার গহনা উদ্ধার

দামুড়হুদার মুন্সিপুর মাঠে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়েছে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি। এ অভিযানে ১১ কেজি রুপার গহনা উদ্ধার সহ একটি মোটরসাইকেল আটক করেছে।

এ রুপার গহনা উদ্ধার ও মটরসাইকেল আটক করে মুন্সিপুর বিওপি ক্যাম্প।

বিজিবি জানায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার অন্তর্গত

মুন্সিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকা মুন্সিপুর গ্রামের মাঠের মধ্য দিয়ে ভারত হতে বাংলাদেশে রুপা পাচার করা হবে মর্মে প্রাপ্ত বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সীমান্তের মুন্সিপুর বিওপি’র বিশেষ টহল কমান্ডার নায়েক আব্দুর রহিম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৯২/৫-আর হতে আনুমানিক ১৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুন্সিপুর মাঠের মধ্যে এ্যাম্বুশের জন্য অবস্থান করে।

এ্যাম্বুশ কালীন আনুমানিক দুপুর ২ টার দিকে মুন্সিপুর গ্রামের সীমান্ত শুন্য লাইন সংলগ্ন কাঁচারাস্তা দিয়ে ঠাকুরপুরের দিকে অজ্ঞাত একজন ব্যক্তিকে মোটর সাইকেলযোগে যেতে দেখলে টহলদল তাকে ধাওয়া করে।

এসময় উক্ত অজ্ঞাত ব্যক্তি টহলদলের উপস্থিতি টেরপেয়ে মোটরসাইকেল ফেলে দৌড়ে মাঠের মধ্যে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে টহলদল ফেলে যাওয়া মোটর সাইকেলটি জব্দ করে। টহলদল জব্দকৃত মোটরসাইকেলের পিছনের ক্যারিয়ারের সাথে বাধা একটি প্লাষ্টিকের বস্তা উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত বস্তার ভিতরে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো পলিথিনের ব্যাগ দেখতে পায় এবং পরবর্তীতে উক্ত স্কচটেপ খুলে পলিথিনের ব্যাগের ভিতর হতে ১০ কেজি ৯৯৪ গ্রাম (৯৪২.৫৬ ভরি) ওজনের ভারতীয় তৈরীকৃত রুপার গহনা এবং ১টি মোটরসাইকেল আটক করতে সক্ষম হয়।

এ ব্যাপারে নায়েক আব্দুর রহিম বাদী হয়ে দামুড়হুদা থানায় মামলা করে আটককৃত ভারতীয় তৈরীকৃত রুপাগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাংবাদিকদের জানায় বিজিবি।

আলমডাঙ্গায় তিন মাদকসেবীকে জেল-জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সেবন করার অপরাধে তিনজন মাদকসেবীকে তিনমাসের কারাদণ্ড প্রদান করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এছাড়াও প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড করা হয়েছে। জব্দ করা হয়ে ১ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও গাঁজা সেবনের সরাঞ্জাম।

আজ রবিবার বেলা সাড়ে ১১ টায় তাদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। আদালত পরিচালনা করেন- উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা নাহিদ ।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- কালিদাসপুর গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে ইমরান হোসেন (২৬),পৌরসভা এলাকার কলেজপাড়ার আলী হোসেনের ছেলে নাসির উদ্দিন (৩১) ও গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত খাজা আহম্মেদের ছেলে শামিম আহম্মেদ (৩৮)।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বেলা ১১ টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের একটি দল পৌরসভার হাউসপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় ১ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও গাঁজা সেবনের সরাঞ্জামসহ তিনজনকে সেবন অবস্থায় আটক করা হয়। পরে তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর (৩৫)৪ ধারায় ৩ মাসের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

তথ্য নিশ্চিত করে থানার উপ-পরিদর্শক এসআই লিটন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকসেবনরত অবস্থায় তিনজন মাদকসেবীকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জেল-জরিমানা করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।